জমীদার ও প্রজা

শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

" প্রজানামেব ভূত্যর্থং স তাভ্যো বলিমগ্রহীৎ।
সহস্রগুণমুৎস্রষ্টুমাদত্তে হি রসং রবিঃ॥ "

রঘুবংশ।

নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র।

কলিকাতা,—মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮।

সম্বৎ ১৯৩০।

শ্রীশারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

আমি বহু কালাবধি জমীদারের সংসর্গে থাকিয়া ও কয়েক বৎসব স্বযং জমীদারি কার্য্য সম্পাদনে প্রবৃত্ত হইয়া মফস্বলে অবস্থিতি পূর্ব্বক নানা প্রদেশের জমীদারের ও প্রজার অবস্থা পরিজ্ঞানে যে কিঞ্চিৎ জ্ঞান লাভ করিয়াছি, তাহাই কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে সংক্ষেপে লিখিয়া ১৭৯৪ শকের ১৬ ই পৌষ দিবসে জাতীয় সভায় পাঠ করি; এক্ষণে সেই সকল বন্ধুবর্গের অনুরোধেই ইহা মুদ্রিত করিয়া সাধারণ সমীপে প্রচারিত করিলাম। ইহাতে কোন ব্যক্তিবিশেষের প্রতি লক্ষ্য করা হয় নাই। জমীদারিব কার্য্য করিতে গিয়া আমার বিবেচনায় যাহাতে দেশের, জমীদারের, ও দেশস্থ লোকের উন্নতি হইতে পাবে, সংক্ষেপে তাহাই নির্দ্দেশ করিয়া "জমীদার ও প্রজা" নাম দিয়া এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রকাশ করিলাম। ইহাতে যদ্যপি কোন দোষ হইয়া থাকে, পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন।

শ্রীনীলকমল মুখোপাধ্যায়।

কলিকাতা
দ্বারকানাথ ঠাকুরের লেন।
জ্যৈষ্ঠ,—১৭৯৫ শক।

জমীদার ও প্রজা

[১৭৯৪ শকের ১৬ই পৌষ দিবসে জাতীয় সভায় পঠিত হয়।]

"উদ্যোগিনং পুরুষসিংহমুপৈতি লক্ষ্মী-
দৈবেন দেয়মিতি কাপুরুষা বদন্তি।
দৈবং নিহত্য কুরু পৌরুষমাত্মশক্ত্যা
যত্নে কৃতে যদি ন সিধ্যতি কোঽত্র দোষঃ॥"

হিতোপদেশ।

আজ কাল প্রায় সকলেই রাজকীয় বিষয় আলোচনা করিবার সময় গবর্ণমেণ্ট, জমীদার, ও প্রজা এই তিনের পরস্পর কিরূপ সম্বন্ধ ইহারই পর্য্যালোচনা করিয়া থাকেন। আপাতত গবর্ণমেণ্ট বা প্রজা সম্বন্ধে লিখিবার অভিপ্রায় নহে; জমীদার ও প্রজার কিরূপ সম্বন্ধ, এবং কি উপায় অবলম্বন করিলে তাহাদের উভয়ের সুখ সমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাই প্রকাশ করা ইহার উদ্দেশ্য। ইহাতে যে সকল বিষয়ের উল্লেখ করিবার মানস করিতেছি, তৎসমুদায়ের উদাহরণ প্রদর্শন করিতে হইলে প্রস্তাবটি বাহুল্য হয় বলিয়া তাহার কতক কতক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছি।

অনেকের এরূপ সংস্কার আছে যে, তাঁহারা "জমীদার" এই শব্দটি শ্রবণগোচর করিবামাত্র কোন দুর্দ্দান্ত, নরাধম, প্রজাপীড়ক ব্যক্তি বিশেষকে মনে করেন। কিন্তু ইহা যে কতদূর ভ্রান্তিমূলক, তাহা বলা যায় না। প্রজারা যাঁহাদের মূল সম্পত্তি, প্রজারা যাঁহাদের প্রতিপালক, প্রজারা না দিলে যাঁহাদের কিছুমাত্র উদরান্নেরও উপায় থাকে না, প্রজাদের স্বচ্ছন্দতায় যাঁহাদের স্বচ্ছন্দতা, কোন্ জ্ঞানবান্ ভূস্বামী তাহাদের উপর অত্যাচার করা ক্ষতি বোধ না করেন? ভূস্বামী ও প্রজার পরস্পর এত নিকট সম্বন্ধ যে, প্রজা ব্যতীত কেহ ভূস্বামী শব্দের বাচ্য হইতেই পারেন না; প্রজা হীন ভূম্যধিকারী শব্দটি নিরর্থক ও শূন্য মাত্র। যেমন কোন কোন জমীদারের প্রজা পীড়ন দোষে সকল জমীদার কখন দূষিত হইতে পারেন না; তেমনি কতকগুলি প্রজা জমীদারের বিপক্ষ বলিয়া সকল প্রজাকেও অপবাদিত করিতে পারা যায় না। এমত স্থলে প্রজা ও জমীদার উভয়ে মিলিয়া কার্য্য করিলে উভয়েরই সম্পদের বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

প্রথমত জমীদারদিগের কি কর্ত্তব্য, কি প্রকারে উহা সাধিত হইতে পারে, এবং তাহারই বা কিরূপ প্রতিবন্ধকতা আছে, এই সমস্ত বিষয় বলা আবশ্যক। সকলেই অবশ্য স্বীকার করিবেন যে, অর্থ ও অর্থশালী ব্যক্তির সাহায্য ব্যতীত দেশের উন্নতি সাধন কখনই সম্ভবে না। আমাদের দেশে জমীদার ব্যতীত ধনাঢ্য ব্যক্তির সংখ্যা

অতি অল্প। ইহাঁদের আধিপত্য, ধনসম্পত্তি প্রভৃতি যেরূপ উপায় আছে, তদ্দ্বারা ইহাঁদের নিজের ও দেশের অনেক উন্নতি হইবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা রহিয়াছে; কারণ এই বহু শস্য-শালিনী সুবিস্তৃত ভারত ভূমিতে যে সমস্ত দ্রব্য উৎপন্ন হইতেছে, তৎসমুদায়ই দেশদেশান্তরে নীত হইয়া বিবিধ প্রকার সামগ্রী প্রস্তুত হইতেছে, পুনর্ব্বার সেই সকল বস্তুই রূপান্তরিত হইয়া এ প্রদেশেই আসিতেছে; এ প্রথা যতকাল থাকিবে, ততকাল কখনই এ দেশের সৌভাগ্য সূর্য্য উদয় হইবে না। যদি অত্রত্য ধনাঢ্য ব্যক্তিগণ ঐ সমস্ত বস্তু এখানে প্রস্তুত করান, তাহা হইলে কি দেশের ও তাঁহাদের নিজের উন্নতি সংসাধিত হইতে পারে না? আপনারা মনে করুন দেখি পাট, রেশম, নীল, তুলা এসকল কি এই দেশীয় দ্রব্য নয়? এতাবৎ কি এ প্রদেশ হইতে ইংলণ্ড প্রভৃতি বিভিন্ন রাজ্যে নীত ও বিবিধ দ্রব্যে মিশ্রিত হইয়া এক একটি অপূর্ব্ব ও অত্যুৎকৃষ্ট নূতন কলেবর ধারণ পূর্ব্বক পুনরায় এই দেশেই বিক্রয়ার্থ আসিতেছে না? কিন্তু কি আশ্চর্য্য! কি আক্ষেপের বিষয়! আমাদের দেশের এত ক্ষতি—এত দুর্ভাগ্য প্রত্যক্ষ করিয়াও জমীদার প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিরা নিরুৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া রহিয়াছেন। তাঁহাদিগের ত কিছুরই অভাব নাই, কারণ উত্তরে তুষারমণ্ডিত হিমালয়, দক্ষিণে সাগর-ধৌত কন্যা-কুমারী, পূর্ব্বে সমুদ্র ও ব্রহ্ম রাজ্য, পশ্চিমে পশ্চিম সমুদ্র ও সিন্ধুনদ পারস্থ

হিন্দু কোহ্ পর্ব্বত, এই চতুঃসীমাবদ্ধ অতি বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী বিচিত্র দেশের বিচিত্র ভূমিতে বিচিত্র প্রকার স্থলজ জলজ দ্রব্যের উৎপত্তি হয়। যদি এই ফলশালী দেশবাসী ধনবান লোকেরা বিবিধ বস্তু নির্ম্মাণোপযোগী শিল্পযন্ত্র অর্থাৎ নানাপ্রকার কল নির্ম্মাণ করাইয়া অথবা অন্য রাজ্য হইতে আনাইয়া আপন আপন প্রজা ও স্বদেশস্থ লোকদিগকে সেই সকল যন্ত্র ব্যবহার ও তাহার কার্য্য প্রণালী শিক্ষা করিবার ব্যবস্থা করেন এবং কায়মনোবাক্যে তদ্বিষয়ের উন্নতি কল্পে যত্ন ও চেষ্টা পান তাহা হইলে তাঁহাদের যত্ন, চেষ্টা ও অর্থ বলে পূর্ব্বোক্ত উত্তম উত্তম দ্রব্য সকল প্রস্তুত হইতে থাকিলে কালক্রমে এ প্রদেশ অসীম সুখ সৌভাগ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়া উঠিবে সন্দেহ নাই। এতদ্দেশীয় কৃষিজাত বহুবিধ বস্তু আছে; তন্মধ্যে দৃষ্টান্ত স্বরূপে একটির কথা বলিতেছি। যথা "পাট"—এই বস্তু যে স্থানে উৎপন্ন ও প্রস্তুত হইতেছে তত্রত্য প্রজাদের নিকট হইতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহাজনেরা ক্রয় কবিয়া শিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে আনিয়া বড় বড় মহাজনদের নিকট লাভ লইয়া বিক্রয় করিতেছে। আবার মহাজনেরা তাহাই এই কলিকাতায় পাঠাইয়া দিয়া অপেক্ষাকৃত কিছু বিশেষ লভ্যাঙ্ক রাখিয়া ইংরাজ প্রভৃতি বণিকদিগকে বিক্রয় করিতেছেন। তাঁহারা গবর্ণমেণ্টের ডিউটি বা শুল্ক জাহাজের ভাড়া, বিমা অর্থাৎ ইন্‌সুয়রেন্স (Insurance) করিবার, জাহাজে উঠাইবার, গাঁটবন্দি করাইবার ইত্যাকার

নানাপ্রকার ব্যয় দিয়া ডণ্ডি (Dundee,) গ্লাসগউ (Glasgow,) প্রভৃতি স্থানে প্রেরণ করিয়া একবার লাভ করিতেছেন; আবার সেখানে ঐ পাটে বিচিত্র বস্ত্রাদি প্রস্তুত করাইয়া তথাকার রাজকর, জাহাজের ভাড়া ইত্যাদি ব্যয় দিয়া এখানে আনিয়া বহুমূল্যে বিক্রয় করত বিলক্ষণরূপে সঙ্গতিপন্ন হইয়া যাইতেছেন। যদ্যপি জমীদার, আপন জমীদারীর যে যে স্থানে ঐ পাট জন্মে ও প্রস্তুত হয়; সেই সেই স্থানে শিল্পযন্ত্রাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক উক্ত রূপে বস্ত্রাদি প্রস্তুত করান, তাহা হইলে তিনি সেই বস্ত্রাদি অতীব সুলভ মূল্যে বিক্রয় করিতে পারেন এবং তদ্দ্বারা তাঁহার অধিকতর লাভ হইতে পারে। কেন না উপরের লিখিত রাজকর বা শুল্ক জাহাজের ভাড়া ইত্যাদি তাঁহার কোন ব্যয়ই লাগিবে না অথচ মহাজন ও বণিকদিগের প্রাপ্য সমুদায় লাভটিই তাঁহার হইবে।

এতদ্দেশের স্থানে স্থানে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয় বণিক দ্বারা যে সকল শিল্পযন্ত্রাদি চলিতেছে তৎসমুদায়ই প্রায় সাধারণ সম্পত্তি সমুদ্ভূত অর্থাৎ (Joint Stock Co.) দ্বারা স্থাপিত। আমাদের দেশস্থ বড় বড় জমীদার ও মহাধন ব্যক্তিগণ মনে করিলে এক এক জন সেইরূপ এক একটি কল চালাইয়া বিদেশীয় ব্যবসায়ীদিগের অপেক্ষায় প্রচুর পরিমাণে লাভ করিতে পারেন। যেহেতু যে কারবার সম্ভূয়-সমুত্থান ভুক্ত, তাহার লভ্যাঙ্ক অংশ মতে অত্যল্প হইয়াই থাকে; কিন্তু যেটি নিজস্ব, তাহার আর অংশাংশী নাই।

তৎস্বামীর নিরন্তর ব্যয় ও আয়াস নিবন্ধন তাহাতে বিশেষ লাভ হইতে পারে। যাহাতে অধিক লাভ তাহাতে অধিক ক্ষতির সম্ভাবনা আছে বিবেচনা করত এতদ্দেশীয় ধনী ও ভূস্বামী মহাশয়েরা উল্লিখিত যন্ত্রাদি সংস্থাপন পূর্ব্বক কারবার করিতে পরাঙ্মুখ হইলেও হইতে পারেন। কিন্তু আমার বিবেচনায় যদি তাঁহারা আপন আপন অধিকারস্থ সম্পন্ন প্রজা কিম্বা দেশস্থ মধ্যবিত্ত লোক অথবা আত্মীয় স্বজন বন্ধুবান্ধব দশ জনের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়া উল্লিখিত প্রথানুসারে কারবার করিতে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তাঁহাদের বিষয় বিভবের সমধিক উন্নতি হইতে থাকে; দেশস্থ অনেক লোকই তাঁহাদের প্রদর্শিত কারবারের প্রথানুসারে কাজ করিয়া ক্রমশঃ সঙ্গতিপন্ন হইয়া উঠে এবং তাহার সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও অনির্ব্বচনীয় শ্রীবৃদ্ধি হয়। ইংরাজদিগের যে এত ধন-সম্পত্তি, এতবল বীর্য্য, এ সমস্তই বাণিজ্য ও শিল্পকার্য্য দ্বারা ঘটিয়াছে। প্রস্তাবিত বিষয় যে আমাদের দেশের ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের সাধ্যাতীত কার্য্য তাহা কখনই নহে। প্রধান প্রধান ভাগ্যবান্ ব্যক্তিরা অক্লেশেই দুই বা তিন লক্ষ বা ততোধিক টাকা এবম্বিধ কার্য্যে ব্যয় করিতে পারেন। তাঁহারা ঈদৃশ কার্য্যে ধন ব্যয় করিলে তাঁহাদের ধন ক্ষয় হইবে না প্রত্যুত বৃদ্ধিই পাইবে। তাঁহাদের সন্তানসন্ততি, আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, দেশস্থ বহুলোক প্রতিপালিত হইবে, এবং উত্তরোত্তর দেশের মহান্ কল্যাণ সংসাধিত হইতে থাকিবে।

এ দেশের ধনী বা জমীদারদিগের উত্তরাধিকারীরা প্রায় পূর্ব্ব পুরুষোপার্জ্জিত সঞ্চিত ধন কিম্বা ভূসম্পত্তি বংশ পরম্পরায় ভোগ করেন নাই এবং কস্মিন্ কালেও করিতে পাইবেন না। কারণ তাঁহারা যত অধিক ধনশালী হউন না কেন, এ প্রদেশের যেরূপ দায় বিভাগের মত প্রচলিত আছে, তাহাতে তাঁহাদের পৌত্র বা প্রপৌত্র পরম্পরায় প্রায় সমুদয় বিষয় বিভব খণ্ড খণ্ড রূপে বিভক্ত হইয়া গিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও যাইবে তাহার আর সংশয় নাই। এরূপ দায় বিভাগের মতাধীন ধনশালী জমীদারদিগের সন্তান সন্ততিগণ ক্রমে নিঃস্ব হইয়া বহু কষ্টে কাল যাপন করেন এবং ভবিষ্যতেও করিবেন। সৌভাগ্যশালী জমীদারেরা অবশ্যম্ভাবী এই প্রাকৃতিক নিয়মের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া যদি যুক্তিযুক্ত মতে এই সামান্য বুদ্ধির প্রস্তাবে অনুমোদন করেন তাহা হইলে আমার বিবেচনায় উত্তরকালে তাঁহাদের সন্তান সন্ততিদিগকে কখনই কষ্ট ভোগ করিতে হইবে না। এক্ষণকার জমীদারেরা কিসে সৌভাগ্য-স্রোত আবহমান প্রবাহিত হইবে—কিসে তাঁহাদের সন্তান সন্ততিগণ উত্তরোত্তর বিষয় বিভব বৃদ্ধি করিতে পারিবে—কিসে বংশ পরম্পরাগত মান মর্য্যাদায় সমভাবে গৌরবান্বিত হইয়া চলিবে—কিসে নিরন্তর সুখ স্বচ্ছন্দতায় কালাতিপাত করত লোক যাত্রা নির্ব্বাহ করিবে তৎপ্রতি কিছু মাত্র লক্ষ্য না রাখিয়া যাহাতে তাঁহারা আপনাদের মানসোদিত ভাবের কোন কোন কার্য্য সম্পন্ন—স্বার্থ-বিধাত্রী

কামনাকে পূর্ণ—অকিঞ্চিৎকর বিষয় লালসাকে চরিত্রার্থ করিয়া আশু সুখ লাভ করিতে পারেন এতাবন্মাত্র তাঁহাদের জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য। তাঁহারা যদি সন্তানদিগকে প্রস্তাবিত মতে কার্য্য করিতে উপদেশ প্রদান করেন এবং তাহা-দিগকে দেশদেশান্তরে পাঠাইয়া লাভজনক অভিনব বাণিজ্য-কার্য্য বিস্তারের উপায় সকল উদ্ভাবনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা হইলে এই বঙ্গদেশে—এই পতিত ভারত রাজ্যে এক নূতন ভাবের আবির্ভাব হইবে—এই বঙ্গরাজ্য ক্রমে প্রধান রাজ্য মধ্যে পরিগণিত হইতে পারিবে।

ইতিপূর্ব্বে জমীদারেরা ও এতদ্দেশীয় সম্পন্ন লোকেরা নীল, রেশম প্রভৃতি প্রস্তুত করিতেন; কিন্তু এক্ষণে ইংরাজ প্রভৃতি বিদেশীয় বণিকেরা ঐ সমস্ত কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করাতে তাঁহারা প্রায় সকলেই উহা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হইতেছে যে, এতদ্দেশীয়েরা অত্যন্ত ভীরু, নিরুৎসাহ, এবং নিশ্চেষ্ট। কিসে আপনাদের মঙ্গল হইবে—কিসে প্রজাদের হিত সাধন হইবে—কিরূপে এই পতিত দেশের উদ্ধার হইবে তাঁহারা একবারও তাহা স্থিরচিত্ত হইয়া চিন্তা করিয়া দেখেন না। তাঁহারা নিরন্তর এইরূপ নিরুদ্যম হইয়া থাকিলে কালক্রমে ঐ সমস্ত বস্তুর কৃষি বাণিজ্য প্রভৃতি সকলই এককালে তাঁহাদের বিহস্ত হইয়া যাইবে এবং কখনই দেশের কল্যাণ সাধিত হইবে না। একথা বলা কিছু অত্যুক্তি বোধ হয় না।

আমাদিগের অনেক অভাব এবং বহুতর কর্ত্তব্য রহিয়াছে; তাহার কোন একটি কার্য্য সাধন করিলেই কি কোন একটি অভাব বিমোচন করিলেই যে দেশের মহোপকার সংসাধন করা হইল, এ কথা কখনই বলা যাইতে পারে না। তবে এ কথা বলিতে পারি, যদি জমী-দার ও ধনীলোকেরা আন্তরিক যত্নের সহিত আপনা-দের নিজের ও সন্তানসন্ততিদিগের উন্নতিকল্পে কৃতকার্য্য হয়েন, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে এ দেশের সমধিক উন্নতি সংসাধিত হইবে সন্দেহ নাই। জমীদার প্রভৃতি ধনাঢ্য ব্যক্তিরা উল্লিখিত রূপে বাণিজ্য কার্য্যের অনুষ্ঠান পূর্ব্বক বিবিধ প্রকার কাজ চালাইবার কারখানা করিলে প্রজারা নিজ নিজ শ্রমজনিত দ্রব্যজাত তাঁহাদের নিকট বিক্রয় পূর্ব্বক আবার তাঁহাদেরই কারখানাতে কার্য্য করত সুখে কাল যাপন করিবার পথ পাইলে এইরূপে তাহাদের আন্তরিক যত্ন, চেষ্টা ও উৎসাহে বহুবিধ শিল্প ও বাণিজ্য কার্য্যের বিস্তার হইতে থাকিলে তৎসহকারে দেশীয় লোকেরও সমধিক শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকে।

ইহা ব্যতীত বর্ত্তমান সময়ে জমীদার বা ধনাঢ্য ব্যক্তির সন্তানেরা যেরূপ শিক্ষা ও উপদেশ পাইয়া থাকেন, তাহাও একটি বিষম অনর্থের কারণ। তাঁহারা জন্মাবধি অতি আদর ও যত্নের সহিত প্রতিপালিত ও স্বজনগণ-পরিবেষ্টিত হইয়া সুখ স্বচ্ছন্দতায় কালযাপন পূর্ব্বক বিদ্যা উপার্জ্জন করেন; অবশেষে যখন প্রাপ্ত ব্যবহার হইয়া বিষয়াধিকারী

হয়েন, তখন তাঁহাদের পক্ষে জমীদারির কার্য্য ব্যতীত অন্য আর কিছুই কর্ত্তব্য নহে, প্রায় এইরূপই স্থিরসংকল্প হয়। দুই তিন বা অধিক ভ্রাতা হইলে হয় ত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জমীদারী দেখেন, আর অন্য ভ্রাতারা প্রায় আলস্য ও মিথ্যা আমোদে দিনপাত করিয়া থাকেন। পক্ষান্তরে তাঁহারা সকলেই যদি জমীদারী কার্য্য দেখেন, তাহা হইলে বিবাদ-বিসংবাদ উপস্থিত হইয়া তাঁহাদের সমস্ত বিভব উৎসন্ন হইয়া যায়। এইরূপে এতদ্দেশীয় কত শত জমীদার ও ভাগ্যবান্ লোক সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন। জমীদারের সন্তান হইলেই যে জমীদারি কার্য্য করিতে হইবে, ইহাও এক আশ্চর্য্যের বিষয়। জমীদার বা ভাগ্যবন্ত ব্যক্তিদিগের সন্তানগণ মধ্যে যাঁহার যে বিষয়ে প্রবৃত্তি, তাঁহাকে তাঁহার প্রবৃত্তির অনুরূপ শিক্ষা ও উপদেশ দিলে তাঁহাদের পক্ষে যার পর নাই উপকার এবং দেশেরও বিস্তর কল্যাণ সাধন করা হয়।

কোন কোন জমীদারের সন্তানদিগের মধ্যে কাহারো জমীদারীর রীতিমত উন্নতি করিবার ইচ্ছা থাকিলেও তদীয় জমীদারী সংসৃষ্ট অর্থাৎ এজমালি থাকায় অপর অংশীদিগের ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করা দূরে থাকুক, একের অনভিপ্রেত কার্য্যে গৃহবিচ্ছেদ ভয়ে তিনি কখনই সম্মত হইতে পারেন না। ইহাও উন্নতির পক্ষে একটি প্রধান প্রতিবন্ধক বলিতে হইবে। এই রূপে জমীদারদের সন্তানদিগের অনেক ক্ষতি হওয়া সম্ভব। মনে করুন, কোন জমীদারের

বাৎসরিক আয় ৭০,০০০, টাকা, কিন্তু তাঁহার সাত পুত্র; তাঁহার জীবদ্দশায় ঐ সাত পুত্রের প্রত্যেকের পাঁচটি পাঁচটি পুত্র সন্তান হইল। কালক্রমে জমীদার পরলোক গমন করিলেন, তাঁহার পুত্রেরা তাঁহাদের সেই বার্ষিক আয় সত্তর হাজার টাকা অংশমতে সাত জনে দশ হাজার করিয়া পাইলেন। পরে তাঁহাদের মৃত্যু হইলে তদীয় পুত্রেরা সেই দশ দশ হাজার টাকা আপন আপন অংশমত দুই হাজার করিয়া পাইলেন। (এস্থলে এটি জিজ্ঞাস্য হইতে পারে যে, মূল ধনী জমীদারের সময়াপেক্ষা তাঁহার পুত্র ও পৌত্রদিগের সময়ে জমীদারীর আয়ের কি কিছু বৃদ্ধি হয় নাই? অবশ্য বৃদ্ধি হইয়াছে, কিন্তু যেমন কিছু আয়ের বৃদ্ধি হইয়াছে, তেমনি ব্যয়ও ততোধিক হইয়া উঠিয়াছে। কারণ যে আয়টি এক হাতে ব্যয়িত হইত, এক্ষণে সেটী ৩৫ স্থানে হইতে লাগিল।) জমীদার যখন জীবদ্দশায় ছিলেন, তখন তাঁহার বার্ষিক আয় ৭০,০০০, হাজার টাকা হইলে যে প্রণালীতে চলিতে হয়, অর্থাৎ আত্মীয় কুটুম্ব দাসদাসী বেষ্টিত হইয়া, কখন গৃহের অভ্যন্তর হইতে বাহিরে না যাইয়া, তাঁহার সন্তানসন্ততিগণ পালিত হইয়াছে, গাড়ী পাল্কি ব্যতীত চলৎশক্তি রহিত, আহারাদির, বসন ভূষণের পারিপাট্য, উত্তম পরিষ্কৃত প্রাসাদে অবস্থিতি, ইত্যাদি নানা সুখকর সামগ্রী দ্বারা জমীদারের পুত্রপৌত্রগণ শৈশব অবস্থা হইতে পালিত হইয়াছে। পরিশেষে সেই সকল

ব্যক্তিকে বাৎসরিক ২০০০৲ দুই হাজার টাকা আয় দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হইবে, তখন কত কষ্টই তাহাদিগকে ভোগ করিতে হইবে। আবার জমীদারদিগকে ইহাও দেখা কর্ত্তব্য যে, পূর্ব্বে চাকরি দ্বারা যেরূপে ধন সঞ্চয় হইত, তাহা আর এক্ষণে হয় না, কারণ ইংরাজদের প্রথম রাজ্যকালের শাসনপ্রণালীর তুল্য এক্ষণকার শাসনপ্রণালী বিশৃঙ্খল নহে, এই জন্য চাকরি দ্বারা উপার্জ্জনের পথ নানারূপ ছিল, এক্ষণে প্রায়ই উহা রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। বাণিজ্য, কৃষিকার্য্য ও যন্ত্রাদি দ্বারা দ্রব্যাদি প্রস্তুত ব্যতীত তাঁহাদের সন্তানদের উন্নতির আর কোন উপায় নাই।

প্রস্তাবিত বিষয় কিরূপে সাধিত হইতে পারে, তাহা বিশেষরূপে বলিবার প্রয়োজন বোধ হইতেছে না; কারণ ক্ষণমাত্র স্থিরচিত্ত হইয়া চিন্তা করিয়া দেখিলে উহা যে কত সহজে সংসাধিত হইতে পারে, তাহা সকলেরই হৃদয়ঙ্গম হইবেক। এক্ষণকার ভদ্রসন্তানেরা যত উপদেশ প্রাপ্ত হউন না কেন, যত অধিক পরিমাণে শিক্ষিত হউন না কেন; চাকরি করিব, ডাক্তর হইব, ইঞ্জিনিয়ারি শিখিব, বা ওকালতী করিব, এই মাত্র তাঁহাদের উদ্দেশ্য, কিন্তু বাণিজ্য ব্যবসায়ে বা মহা উন্নত কৃষি কার্য্যে প্রায় কাহারো প্রবৃত্তি আছে কিনা সন্দেহ। সন্দেহ কেন, ইহা নাই বলিলেই হয়। অত্যুচ্চ প্রশস্ত অট্টালিকা শ্রেণী, শত শত বিমান সদৃশ দেবায়তন গৃহারূঢ়

উড্ডীয়মান বিবিধ পতাকা, রথ, হস্তী, ঘোটকাদি নানা যান সমাকীর্ণ জল-সংসিক্ত রাজমার্গ, ধন ধান্য রত্নপূর্ণ ধাম, নানাবিধ শিল্পকার, বহুতর বণিকের স্থান, মনোহর শোভা, জনসমারোহ উৎসব ব্যাপার এবং আমোদ প্রমোদ প্রভৃতি এ সমুদয় বৈভব যে বাণিজ্যের, ব্যবসায়ের ও মহা উন্নত কৃষিকার্য্যের প্রভাবে ঘটিয়া থাকে, তাহা বিদ্যাবান্ ধনবান্দিগের মনে উদয় হয় না, ইহা অপেক্ষা আক্ষেপের বিষয় কি আছে? অত্রত্য ধনাঢ্যেরা কি জমীদারেরা যদি উৎকৃষ্ট কল ও যন্ত্রাদি আনাইয়া বা সাধ্য হয় ত প্রস্তুত করাইয়া তৎসহযোগে মহা চাষ অর্থাৎ উন্নত কৃষি কার্য্য ও নানাবিধ দ্রব্যজাত উৎপাদন করাইয়া বৃহৎ বৃহৎ বাণিজ্য ব্যাপারে ব্যাপৃত হয়েন, তাহা হইলে দেশীয় লোকেদের পক্ষে কি নূতন দ্বার মুক্ত হইবে না? ধনী, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র, শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত সকলেরি উপায়ের পথ পরিষ্কৃত হইবে এবং ঐ সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও শ্রীবৃদ্ধি হইতে থাকিবে। জমীদার প্রভৃতি ধনশালী ব্যক্তিরা যদ্যপি প্রথমে বিশ্বাসী আত্মীয় লোকদিগকে অল্প ব্যয় দ্বারা ঐ সব কার্য্যে প্রবৃত্ত করেন, ক্রমে তাহারি লাভ হইতে উহা অতি প্রবিস্তীর্ণ হইয়া উঠিবে, মহতী উন্নতি সাধিত হইবে। বর্ত্তমান অবস্থায় জমীদার ও ধনাঢ্য ব্যক্তি দ্বারা ঐ রূপ কার্য্য না হইবার কি প্রতিবন্ধক? ইহা জিজ্ঞাসা করিলে আমি একটি মাত্র উত্তর দিতে বাধ্য হইব যে, কেবল আলস্য, তদ্ব্যতীত

আর কোন কারণই লক্ষ্য হয় না। এক্ষণকার ভূস্বামী-দিগের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি করিলে বিদিত হইবে যে, প্রায় তাঁহারা যথেচ্ছাচারী-এবং আলস্যের বশীভূত, অধিকাংশ ভূম্যধিকারী তাঁহাদের কর্ম্মচারীর উপর সমস্ত কার্য্যের ভারার্পণ করিয়া নিয়মিত লাভ পাইলেই সন্তুষ্ট হইয়া থাকেন, (এবং ইহাও বলা আবশ্যক যে, অধিকাংশ কর্ম্ম-চারীরা সুশিক্ষিত নহেন ও মধ্যে মধ্যে তাঁহাদের মন্ত্রণা-দ্বারা জমীদারদিগের মধ্যে নানা প্রকার কলহ হইয়া থাকে ও ঐ উপলক্ষে কোন কোন স্থলে জমীদারেরা সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন ইহাও শ্রুত হওয়া গিয়াছে।) উক্ত কর্ম্মচারীরা প্রজাদিগকে যে দুঃসহ দুঃখে পাতিত করেন, অবগত হইলে পাষাণময় চিত্তেও কারুণ্যরসের সঞ্চার হয়। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারীরা যে কত প্রকার ভিন্ন ভিন্ন ছল করিয়া প্রজা নিষ্পীড়ন করেন, তাহার গণনা করা দুষ্কর। তাঁহারা অধিকারস্থ সমুদয় প্রজার সমুদয় বস্তুই আত্ম বস্তু জ্ঞান করিয়া তদনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন। ইহা কাহার অবিদিত আছে যে, প্রজাদিগের ফল মূল বৃক্ষ পর্য্যন্ত দুর্দ্দান্ত ভূস্বামীর বা তাঁহাদের কর্ম্মচারীর সর্ব্ব-গ্রাসক লোভের নিকট রক্ষা পায় না? কোন নিরাশ্রয় দুঃখী প্রজা কোন ফল বৃক্ষ রোপণ পূর্ব্বক যথোচিত যত্ন ও পরিশ্রম সহকারে তাহাকে রক্ষিত করিয়াছে এবং বহু বৎসরের পর তাহার শাখা সকল ফল ভরে অবনত দেখিয়া মনে মনে পরমানন্দ প্রাপ্ত

হইতেছে, ইতিমধ্যে যদি তাহার উপর নির্দ্দয় কর্ম্মচারীর ক্রূর-দৃষ্টি নিপতিত হয়, তবে তাহা রক্ষা করে আর কাহার সাধ্য! যখন সে অনাথ ব্যক্তি তাহার নিদারুণ অনুমতি শ্রবণ করিল, তখন নিশ্চয় জানিল, ভস্মেতে ঘৃতাহুতির ন্যায় তাহার এত বৎসরের পরিশ্রম অদ্য বিফল হইয়া গেল! কি বিষম নৈরাশ!! কি অসহ্য যন্ত্রণা!!!

আর কোন কোন ভূম্যধিকারী, যাঁহারা স্বয়ং জমীদারি কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাঁহারাই বা কি দেখেন ও কতদূর অবলোকন করেন? কোন বিবাদ বিসম্বাদ বা অপযশ ব্যতীত প্রজাদের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় এই মাত্র তাঁহাদের সমস্ত পর্য্যবেক্ষণের উদ্দেশ্য, ইহা ব্যতীত তাঁহারা স্বীয় প্রজাদের ও দেশের উন্নতির প্রতি কখনই দৃষ্টিপাত করেন না। রাজপুরুষদিগের নিকট কোন রূপে অপমানিত না হন এবং সুখে স্বীয় স্বীয় উপস্বত্ব ভোগ করেন, এই মাত্র তাঁহাদের নিরন্তর চেষ্টা। আর কখন কখন বন্দোবস্ত করিয়া প্রজার নিকট প্রতি টাকায় এক আনা বা দুই আনা ইত্যাদি জমা বৃদ্ধি লইয়া জমীদারীর বিশেষ উন্নতি হইল স্থির করিয়া আপনাকে গৌরবান্বিত মনে করেন। বিখ্যাত ভূম্যধিকারীগণ কেবল ইহাতেই সন্তুষ্ট থাকিলে, এবং কেবল কর্ম্মচারীর প্রতি নির্ভর করিলে, কথিত রূপ মহা অনর্থের উৎপত্তি হয়। আর দুর্দ্দান্ত নরাধম ভূস্বামীরা দুর্নিবার ধনতৃষ্ণাকে চরিতার্থ করিবার জন্য যৎপরোনাস্তি

প্রজা পীড়ন করিয়া থাকেন, এ বিষয়ও মধ্যে মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়।

এখনও অনেক জমীদার আছেন যে, তাঁহারা তাঁহাদের ভূসম্পত্তি কখন চক্ষেও দেখেন নাই, অতএব জমীদারদিগের ইহা অতীব কর্ত্তব্য যে, তাঁহারা সতত অধিকারে থাকিয়া সদয়ভাবে প্রজাদিগের তত্ত্বাবধান ও আপনাদের কার্য্য সকল পর্য্যবেক্ষণ করেন। তাহা হইলে প্রজা ও জমীদারের বিশেষ সৌহৃদ্য জন্মিবে এবং জমীদারীরও উন্নতি হইতে থাকিবে। ভাষায় বলে " আপন চক্ষে স্থবর্ণ বর্ষে।" ইহা যে কতদূর সত্য, বলা যায় না। অন্তত বৎসরে একবার স্বীয় অধিকারে যাইয়া ভূম্যধিকারীর স্বচক্ষে তথাকার কার্য্যাদি প্রত্যবেক্ষণ করা কর্ত্তব্য। তাহা হইলে প্রজা ও ভূস্বামী উভয়ের মঙ্গল হইবে সন্দেহ নাই।

১৭৯৩ সালে যখন ভূস্বামীদের সহিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত হয়, ঐ চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সময় হইতে ক্রমে লোক সংখ্যা ও ভূমির উর্ব্বরা শক্তি বৃদ্ধি হইয়া আসিয়াছে, পূর্ব্বে যে সমস্ত ভূমি পতিত ছিল, ক্রমে তাহা কৃষিকর্ম্মের উপযুক্ত হইয়া তাহাতে নানাবিধ শস্যাদি উৎপন্ন হইতেছে, লৌহ বর্ত্মাদি প্রস্তুত হওয়াতে বাণিজ্যের স্থবিধা হইয়া ধনী ও জমীদারদিগের আয় বৃদ্ধি হইতেছে, ক্রমশ আরও বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা। কিন্তু এক্ষণে ইহা বলা আবশ্যক, পূর্ব্বে যে সমস্ত ভূম্যধিকারীর সহিত ১৭৯৩ সালে বন্দোবস্ত হইয়াছিল, প্রায়ই তাঁহাদের বংশাবলিতে

সেই সমস্ত ভূমিসম্পত্তি নাই, তাহা বিক্রীত হইয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান ভূস্বামীরা উহার অধিকাংশ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন, কিন্তু সেই সকল জমীদারির যত আয় এক্ষণে দৃষ্ট হইতেছে, পূর্ব্বে তত ছিল না। এবং বর্ত্তমান জমীদারগণ ক্রয় করিয়া লওয়াতে যে, তাঁহাদের বিশেষ লাভ হইয়াছে, এমনও বলা যাইতে পারে না। কারণ এক্ষণকার কোন ভূমি সম্পত্তি, যাহার উপস্বত্ব লক্ষ মুদ্রা, তাহা ন্যূন কল্পে ১৫।২০ গুণ পণে বিক্রয় হইয়া থাকে। ইহাতে মূল ধনের উপর প্রায় ৫।৬ টাকা মাত্র সুদ পোষা-ইতে পারে। এমত অবস্থায় বর্ত্তমান ভূস্বামীদের বিশেষ লাভ দৃষ্ট হয় না। তবে জমীদারি বহুকাল তাঁহাদের হস্তে থাকিলে ভবিষ্যতে লাভের সম্ভাবনা থাকে। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, আমাদের দেশে দায় বিভাগের যেরূপ বিধি প্রচলিত, তাহাতে এক জনের নিকট কোন ধন সম্পত্তি স্থায়ী হইবার সম্ভাবনা নাই। জমীদারগণকে পাঁচ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে অর্থাৎ যাঁহা-দিগের আয় লক্ষ টাকা বা তদতিরিক্ত, তাঁহারা প্রথম শ্রেণী, যাঁহাদিগের আয় লক্ষ টাকার ন্যূন ও পঞ্চাশ হাজারের অন্যূন, তাঁহারা দ্বিতীয় শ্রেণী, যাঁহাদিগের আয় পঞ্চাশ হাজারের ন্যূন ও বিংশতি সহস্রের অন্যূন, তাঁহারা তৃতীয় শ্রেণী, যাঁহাদিগের আয় বিংশতি সহস্রের ন্যূন ও দশ সহস্রের অন্যূন, তাঁহারা চতুর্থ শ্রেণী এবং যাঁহাদের আয় দশ সহস্রের ন্যূন, তাঁহারা পঞ্চম শ্রেণী-

ভুক্ত। এই সমস্ত শ্রেণীভুক্ত জমীদারগণ সকলেই যে, প্রস্তাবিত কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে পারিবেন, এরূপ সম্ভাবনা নাই। কারণ প্রস্তাবিত বিষয়ের অনুষ্ঠান করিতে হইলেই অর্থের আবশ্যক। তবে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত জমীদারগণ অক্লেশেই জমীদারি প্রভৃতির উন্নতি করিতে পারেন, অন্যান্য শ্রেণীভুক্ত জমীদারগণও দ্বেষ হিংসা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সকলে একত্রে কার্য্য করিলে কথিত বিষয় অবশ্যই সম্পন্ন হইতে পারে, তদ্দ্বারা দেশেরও অনেক মঙ্গল হয়।

এক্ষণে অনেক ভূস্বামী প্রজাদিগকে অধিক মেয়াদে ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া দেন না, কারণ তাহা হইলে জমীর উপর প্রজার দখলি স্বত্ব হইবে, এই আশঙ্কা। প্রজারাও অল্প দিনের জন্য জমী লইয়া উহার যথোচিত পারিপাট্য করে না, সুতরাং দেশের ও প্রজাদের বিশেষ অনিষ্ট ঘটিতেছে, কিন্তু এ বিষয় বিচার করিতে হইলে গবর্ণমেণ্টকে সম্পূর্ণ দোষী বলিতে হয়, গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত ১৮৫৯ সালের ১০ আইন অধিক দিনের নিমিত্ত ভূমি পাট্টা দিবার পক্ষে জমীদারদিগের মহা প্রতিবন্ধক হইয়া উঠিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট প্রতি বৎসর নূতন নূতন আইন স্থাপন করেন, ইহাতে প্রজা ও জমীদার উভয়েরই বিশেষ ক্ষতি হইতেছে। ভূস্বামীতে ও প্রজাতে বিচ্ছেদ করাই যেন গবর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্য বোধ হয়। ভূম্যধিকারীর নিকট রাজস্ব সংগ্রহের কি অপূর্ব্ব কৌশল, কি পরিপাটী নিয়ম, কি অদ্ভুত

নৈপুণ্য! প্রজারা নিঃস্ব ও নিরন্ন হউক, তথাপি তাহাদিগকে রাজস্ব দিতেই হইবে, ভূস্বামীর সর্ব্বস্বান্ত হউক, তথাপি গবর্ণমেণ্ট তিন মাসের পর কপর্দ্দকমাত্র রাজস্ব অনাদায়ি রাখিতে পারেন না। অনাবৃষ্টি হইয়া সমুদয় শস্য শুষ্ক হউক, জলপ্লাবন হইয়া দেশ ভাসিয়া যাউক, খাজনা দিতে অক্ষম হইয়া প্রজা পলায়ন করুক, তথাপি নির্দ্দিষ্ট দিবসে সূর্য্যাস্তের প্রাক্‌কালে জমীদারকে সমস্ত রাজস্ব নিঃশেষে পরিশোধ করিতেই হইবে। ত্রুটি হইলেই তাঁহার সর্ব্বনাশ! এক্ষণে গবর্ণমেণ্ট যদ্যপি বিবেচনা পূর্ব্বক রাজস্বের আইন শোধন করিয়া সুনিয়ম সকল স্থাপন করেন, যাহাতে প্রজাতে ও ভূস্বামীতে বিচ্ছেদ না হইয়া সমস্ত কার্য্য সুনিয়মে চলে, যদি এরূপ উপায় করেন, তাহা হইলে গবর্ণমেণ্ট, ভূস্বামী এবং প্রজা সকলেরি কল্যাণ সাধিত হয়, সুতরাং দেশেরও উন্নতি হইয়া আইসে সন্দেহ নাই।

মহাজন কর্ত্তৃক প্রজাদিগের আর একটি মহা অনিষ্টকর ব্যাপার ঘটিয়া থাকে এবং কোন কোন জমীদারও আবার মহাজনের কর্ম্ম করেন। প্রজারা প্রায়ই ভূম্যধিকারীদিগকে রাজস্ব দিবার সময় মহাজনের নিকট হইতে অধিক সুদে,—এমন কি, শতকরা ২৫।৩০ টাকা, কখন কখনও বা তাহার অধিক সুদেও ঋণ গ্রহণ করে; ক্ষেত্রে ফসল হইলে প্রায় তাঁহাদেরই নিকট উহা অল্প মূল্যে বিক্রয় করিয়া ঋণ পরিশোধ করে, অবশিষ্ট যৎকিঞ্চিৎ যাহা

থাকে, তাহাতে তাহাদের উদরান্নেরও সংস্থান হয় না; সুতরাং প্রজাদের সর্ব্বনাশের সূত্র সঞ্চার করা হয়। যদি কেবল ভূস্বামীরাই অল্প ও উপযুক্ত সুদ লইয়া প্রজাদিগকে ঋণ দান করেন, আর যথেচ্ছ স্থানে শস্যাদি লইয়া উপযুক্ত মূল্যে যথা তথা বিক্রয় করিবার জন্য প্রজার স্বাধীনতা দেন, বা আপনারাই তাহাদের সময়োৎপন্ন শস্যাদি উপযুক্ত মূল্যে ক্রয় করেন, তাহা হইলে উভয়েরি কল্যাণ, কিন্তু কি দুঃখের বিষয়! অধিকাংশ ভূস্বামী প্রজাদের উক্ত দুর্ঘটনার বিষয় বিচার না করিয়া তাহাদিগকে যাতনা-যন্ত্রে পেষণ করেন, তাহাদের এই দারুণ দুর্দ্দশা দেখিয়া তাঁহাদের হৃদয়ে কিছু মাত্র দয়ার সঞ্চার হয় না! "যে রক্ষক সেই ভক্ষক!" এ প্রবাদ তখন এ দেশের ভূম্যধিকারীদের উপর অত্যুক্তি বোধ হয় না।

আমি এই স্থলে প্রজার নিকট তাহাদের ক্ষেত্রজাত দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার প্রস্তাব করায় অনেকে মনে করিতে পারেন যে, জমীদারীস্থিত সমস্ত প্রজার ক্ষেত্রজাত সমস্ত দ্রব্যই জমীদারকে ক্রয় করিতে বলিতেছি, কিন্তু তাহা নহে। জমীদারীস্থিত সমস্ত প্রজা কখন মহাজনের নিকট ঋণ গ্রহণ করে না। যাহারা নিরন্ন, নিঃস্ব, তাহারাই বৃদ্ধি দিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া থাকে। জমীদার যদ্যপি উপযুক্ত সুদ লইয়া তাহাদিগকে ঋণ প্রদান করেন, তাহা হইলে প্রজার বিশেষ মঙ্গল ও জমীদারের বিশেষ লভ্য হয়। ইহার

উদাহরণ স্বরূপ বলিতেছি যে, কোন জমীদারীতে ১০০ জন প্রজা আছে, তাহারা ১০০৲ টাকা খাজনা দিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে ১০ জন ভাদ্র মাসে ধান্য বপন করিবার সময় জমীদারের নিকট ১০৲ টাকা কর্জ্জ লইল। প্রতি মাসে টাকা প্রতি অর্দ্ধ পয়সার হিসাবে সুদ দিবার কথা থাকিল। পরে পৌষ মাসে জমীদারকে সুদ সহ ১০।৶৫ দিল, তাহাতেও জমীদারের ।৶৫ লাভ হইল। আর ইহাও উচিত যে, ১০০৲ টাকার মধ্যে ১০৲ টাকা অগ্র পশ্চাৎ করিয়া লইলে জমীদারের কোন ক্ষতিই নাই, কিন্তু জমীদার যদ্যপি তাহা না করিয়া প্রজার নিকট ১০।৶৫ মূল্যের ধান্য লয়েন, তাহা হইলে আবার বিশেষ লভ্য। কারণ প্রায় বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস অপেক্ষা পৌষ মাসে ধান্যের মূল্য অল্প, অতএব পৌষ মাসে ১০।৶৫ টাকার ধান্য লইয়া বৈশাখ মাসে বিক্রয় করিলে প্রায় ১২৷৷০ টাকা পাইবেন। তাহা হইলে জমীদারের ১০০৲ টাকায় বাৎসরিক ২৫৲ টাকা লাভ হইল। ইহা কি অধিক লাভ নহে? বর্ত্তমান সময়ে প্রজার মহাজনদের নিকট ক্ষুদ্র মহাজনেরা যাহাদিগকে ভাষা কথায় ফড়ে কহে, তাহারা প্রজার মহাজনকে লাভ দিয়া ধান্য ক্রয় করে, পুনশ্চ লাভ লইয়া তাহারা আবার বড় বড় মহাজনদের বিক্রয় করে। এমত অবস্থায় জমীদার স্বয়ং যদ্যপি বড় বড় মহাজনদের নিকট প্রজাদের ধান্য বিক্রয় করেন, তাহা হইলে ১০।৶৫ টাকার ধান্য যে, ১২৷৷০

টাকায় বিক্রয় হইবে, তাহার বিচিত্র কি? কিন্তু জমীদার যদ্যপি এই সমস্ত কার্য্য তাঁহাদের অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারীর উপর নির্ভর করেন, তাহা হইলে বিশেষ অনিষ্ট ব্যতীত কখনই ইষ্ট হইবে না।

প্রজা দুই প্রকার।—চাষী ও ভদ্র। নিজ হস্তে হল চালনা করিয়া যাহারা আবাদ করে, তাহারা চাষী বা কৃষক পদে বাচ্য, আর যাঁহারা কৃষক চাকর রাখিয়া বা ভাগে দিয়া আবাদ করেন, তাঁহারা ভদ্র বলিয়া পরিগণিত। এই দুই শ্রেণীর মধ্যে অধিকাংশ ভদ্র প্রজা অনিষ্টকর। কৃষিকর্ম্মকারীদিগকে তাহাদের ন্যায্য প্রাপ্য বুঝাইয়া দিলেই তাহারা সন্তুষ্ট চিত্তে অনবরত পরিশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক আপন আপন কর্ম্ম সম্পাদন করত পরিজনসহ সুখে কালযাপন করে। আর ভদ্র প্রজাদের প্রায়ই অবকাশের অভাব থাকে না, তাঁহারা কোন সৎকার্য্যে কালক্ষেপ না করিয়া অন্যের প্রতি মিথ্যাভিযোগ ও পরের অনিষ্ট প্রভৃতি অসৎকর্ম্মেই সতত রত থাকেন।

এক্ষণে যেরূপ সাধারণ শিক্ষাপ্রণালী হইবার কল্পনা হইতেছে, তাহাতে কতদূর উন্নতি হইবে বলিতে পারি না। যদ্যপি প্রজাদিগকে যৎকিঞ্চিৎ লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া তাহাদের যথেষ্ট শিক্ষা হইল বলা যায়, তাহা হইলে অনিষ্ট ব্যতীত তাহাতে কিছুমাত্র ইষ্ট সিদ্ধ হইতে পারিবে না। কারণ হীন কার্য্য বলিয়া চাষের প্রতি তাহাদের অবহেলা প্রথমতই ঘটিবে। তবে চাষাদিগকে

চাষের কার্য্য ও তদ্বিষয়ক যন্ত্রাদি নির্ম্মাণ, উহা পরিচালনের উপায়, ইদানীন্তন শস্যাদি প্রস্তুত করণের প্রণালী অপেক্ষা কোন নূতন উৎকৃষ্ট প্রণালী, এই সমস্ত কার্য্য শিক্ষা দিলে অবশ্যই তাহাদের ও দেশের উন্নতি হইবে।

এ প্রদেশে কৃষিকার্য্যের নিমিত্ত বিশেষ উৎকৃষ্ট বহু মূল্য যন্ত্রাদি আবশ্যক করে না, কারণ এখানকার উর্ব্বরা মৃত্তিকা অতি কোমল, উহাতে সহজে হল চালনা করা যাইতে পারে, তবে হল যন্ত্র কথঞ্চিৎ উৎকৃষ্ট হইলে বিশেষ উপকার হইবে সন্দেহ নাই। কৃষকদিগের ও দেশের অবস্থানুরূপ যন্ত্রাদি প্রস্তুত করণ সর্ব্বতোভাবে বিধেয়।

সম্প্রতি গবর্ণমেণ্টকর্তৃক পথ-করের যে নিয়ম হইয়াছে, তাহাতেও আবার প্রজাদের সমূহ দুর্দ্দশার কারণ হইবার সম্ভাবনা। কারণ গবর্ণমেণ্ট জমীদারের নিকট হইতে তাঁহাদের প্রদত্ত কাগজ দেখিয়া তাঁহাদের নিকট কর গ্রহণ করিবেন, পরে জমীদার তাহা প্রজার নিকট আদায় করিয়া লইবেন, ইহাতে জমীদারদের কর্ম্মচারীর ও দুর্দ্দান্ত জমীদারের প্রজা পীড়নের নূতন দ্বার উদ্‌ঘাটিত হইল। এখন এ প্রদেশে পথ-করের কার্য্য সম্যগ্‌রূপে আরম্ভ হয় নাই, ভবিষ্যতে কি হইবে বলিতে পারি না।

জমীদারেরা প্রজার নিকট জমীর রাজস্ব ব্যতীত অনেক প্রকার আবওয়াব গ্রহণ করিয়া থাকেন, তন্মধ্যে কতক

ন্যায্য, কতক অন্যায্য। জমীদারদিগের তাহা লইবার কোন অধিকার নাই। তাহার কয়েকটির নাম লিখিতেছি। বিবাহের মাড়চা,[১] খুটাগাড়ি,[২] কয়ালি,[৩] বাজারের তোলা,[৪] ইক্ষুগাছকর,[৫] ধুলট,[৬] ভাগাড়ের জমা,[৭] জালিয়ার জমা,[৮] শাসনজমা,[৯] গারদ সেলামী,[১০] চৌথ,[১১] ইটগাড়া,[১২] খরচা,[১৩] বাট্টা,[১৪] সাদাজ্বালানী,[১৫] গ্রাম খরচা,[১৬] আগমনী,[১৭]

১ প্রজার কন্যা ও পুত্রাদির বিবাহের সময় যে টাকা জমীদারকে দিতে হয়।

২ নদীতীরস্থ জমীদারিতে নৌকা প্রভৃতি বাধন জন্য যে কর দিতে হয়।

৩ নৌকা বা বাজার হইতে দ্রব্যাদি নৌকায় বা বাজারে উত্তোলন বা অবতরণ জন্য যে কর দিতে হয়।

৪ বাজারের দৈনন্দিন কর।

৫ প্রজাদের গুড় প্রস্তুত করিবার জন্য শালগাছ নির্ম্মাণ করিবার কর।

৬ বাজারাদিতে গরুর গাড়ি করিয়া দ্রব্যজাত লইয়া যাইতে হইলে যে কর দিতে হয়।

৭ গরু আদি মরিলে যে স্থানে ফেলিয়া দেয় তাহার কর।

৮ জমীদারিস্থিত যত জালিয়া আছে তাহাদের প্রত্যেক মনুষ্যের কর।

৯ জমীদারের পেয়াদা কোন গ্রামে জমীদারের কার্য্য উপলক্ষে যাইলে তাহার যে খোরাকি আদি দিতে হয় ও নাড়িকাটা ধাত্রি, নালি, ঢুলি প্রভৃতিকে যে কর দিতে হয়।

১০ জমীদার কয়েদ হইলে খালাস হইবার যে খরচ।

১১ প্রজার জমীস্থিত বৃক্ষাদি বিক্রীত করিতে হইলে জমীদারকে চতুর্থাংশের একাংশ মূল্য দিতে হয়।

১২ প্রজার ইটের বাটী প্রস্তুত করিতে হইলে জমীদারকে যাহা দিতে হয়।

১৩ জমীদারের কাছারীতে দরবার করিতে আসিলে যে ব্যয় দিতে হয়।

১৪ প্রজাকে খাজানা দিবার সময় টাকার বাট্টা দিতে হয়।

১৫ জমীদারের কাগজ কলম সম্বন্ধে প্রজাকে যে ব্যয় দিতে হয়।

১৬ গ্রামে কোন উৎপাত ঘটিলে তৎসম্বন্ধে যে ব্যয় দিতে হয়।

১৭ জমীদার জমীদারিতে অবস্থিতি কালীন জমীদারের যে ব্যয় হয় তাহা প্রজাকে দিতে হয়।

নজর,[১৮] পার্ব্বণী,[১৯] হিসাবানা।[২০] ইহা ব্যতীত মধ্যে মধ্যে ভিক্ষা।[২১] জমীদার মাত্রেই যে এই সমস্ত আদায় করিয়া থাকেন এমত নহে, দেশ বিশেষে বিবিধ প্রকার আদায় হইয়া থাকে, কিন্তু প্রায় সকল জমীদারেরা ইহার মধ্যে কোন না কোন রূপ আবওয়াব আদায় করেন, ইহাও প্রজাদিগের পক্ষে বিশেষ কষ্টকর হয়।

সম্প্রতি কোন কোন ভূস্বামী স্বীয় অধিকার মধ্যে পাঠশালা, চিকিৎসালয় প্রভৃতি স্থাপন করিতেছেন বটে, কিন্তু উহার উদ্দেশ্য গবর্ণমেণ্টের নিকট প্রতিষ্ঠা লাভ মাত্র। যাহা দয়ার কার্য্য, তাহাতে স্বার্থপরতার সম্পর্ক নাই। এক্ষণে বর্দ্ধমান, হুগলী, বীরভূম, কৃষ্ণনগরাদি জেলার অন্তর্গত অনেক স্থানে এরূপ ভয়ঙ্কর জ্বর হইতেছে যে, যাহাদের গৃহ পরিত্যাগের কোন উপায় আছে, তাহারা অন্যত্র গিয়া প্রাণ রক্ষার পন্থা দেখিতেছে। কিন্তু উপরিউক্ত জেলাস্থ কয়টি দয়াবান্ ভূম্যধিকারী উহা নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন? ঔষধ পথ্য অভাবে শত শত লোকের প্রাণ বিনাশ হইতেছে। রাজপুরুষেরা যদিও কোন কোন স্থানে চিকিৎসক নিয়োজিত করিয়াছেন, কিন্তু রোগীর সংখ্যা অধিক হওয়াতে অল্প চিকিৎসক

১৮ জমীদার জমীদারিতে যাইলে প্রজাকে যে নজর দিতে হয়।

১৯ পূজাদির সময় প্রজাকে যে টাকা দিতে হয়।

২০ জমীদারের কাছারিতে হিসাব বুঝিতে যাইলে প্রজাকে যাহা দিতে হয়।

২১ জমীদারের পুত্র বা কন্যার বিবাহে, মাতৃশ্রাদ্ধে, পূজায় এবং জমীদারের কোন প্রকার আপদ বিপদে প্রজাকে যাহা দিতে হয়।

দ্বারা বিশেষ উপকার হইতেছে না। ভূস্বামীদের ইহার উপায় বিধান করা কি উচিত নহে? যাঁহারা প্রজার ধনে ধনী, প্রজার বিষয়ে বিষয়ী, সেই সমুদয় প্রজা আহার অভাবে —ঔষধ পথ্য অভাবে—চিকিৎসক অভাবে—মৃত্যু মুখে পতিত হইতেছে, এ বিষয়ে তাঁহারা ভ্রূক্ষেপও করেন না, ইহা অতি আক্ষেপের বিষয়! যাঁহারা স্বয়ং ইহার সম্যক প্রতিবিধান করিতে না পারেন, রাজপুরুষদিগের সাহায্য করুন। রাজপুরুষ ও জমীদার উভয়ে চেষ্টা করিলে প্রজার বিনাশ অনেকাংশে ন্যূন হইবে সন্দেহ নাই।

আবার ইহাও বলিতেছি যে, জমীদার না থাকিলে প্রজার কোন ভদ্রতা নাই। তাহাদের চাষাদি রক্ষা, তাহাদের বিপদের মোচন, জমীদার না থাকিলে কখনই সম্ভবে না। যেমন প্রজা ব্যতীত জমীদারের শুভ হয় না, তেমনি জমীদার ব্যতীত প্রজার কোন মঙ্গল হইবার সম্ভাবনা নাই। প্রজাদিগের যদ্যপি রাজপুরুষদিগের সহিত একেবারে কার্য্য করিতে হয়, তাহা হইলে তাহাদের অনিষ্টের আর সীমা থাকে না। সময়ে সময়ে ইন্‌কম টেক্স, মুনিসিপাল টেক্স, যেরূপ অত্যাচারের সহিত আদায় হয় শুনা যায়, সেইরূপ অত্যাচারের সহিত রাজস্ব আদায় হইলে প্রজাদের আর নিস্তার থাকে না। অতএব জমীদার দ্বারা প্রজার বিশেষ উপকারও আছে।

অনেকে মনে করেন যে, প্রজার ও জমীদারদিগের স্বাধীন ভাব হইলে ভাল হয়, কিন্তু তাহাতে অমঙ্গল ব্যতীত

প্রজার কোন উপকার হইবে না। যেমন কোন পরিবার মধ্যে গৃহকর্ত্তার সামঞ্জস্য প্রণালী অবহেলা করিয়া পরিবারস্থ লোকেরা আপন আপন স্বাধীন ভাবে চলিতে গেলে পরিবারের যেরূপ দুর্দ্দশা হয়, সেইরূপ প্রজারা জমীদারকে অমান্য করিলে তাহারাও দুর্দ্দশাগ্রস্ত হইবে। জমীদারের স্নেহ দয়া আর কখনই তাহাদের উপর থাকিবে না। তাহারা যদ্যপি জমীদারের সমতুল্য হইয়া জমীদারকে অবজ্ঞা করিয়া চলিতে চাহে, তাহা হইলে প্রজার অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। সমতা স্বভাবের নিয়ম বিরুদ্ধ। যদ্যপি কোন প্রজা জমীদারের সহিত সখ্যভাব না রাখিয়া জমীদারের অনভিপ্রেত কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলেই নিরর্থক অভিযোগ উপস্থিত হইয়া উভয়ের অর্থ ব্যয়,—তাহা হইলেই উভয়েরি বিশেষ ক্ষতি হইল। অতএব জমীদার ও প্রজার বিশেষ সখ্যতা আবশ্যক এবং পরস্পর আপন আপন অবস্থানুসারে মিলিত হইয়া কার্য্য করিলে সর্ব্বদা উভয়ের শুভ হইবে।

পরিশেষে উল্লিখিত বিষয়ের সমষ্টি করিয়া বলিতেছি যে, জমীদারের, প্রজার, ও সঙ্গে সঙ্গে দেশের, উন্নতি এই প্রকারে হইতে পারে। প্রথম, জমীদারী কার্য্যের উত্তম প্রণালী অবলম্বন, দ্বিতীয়, উন্নত-কৃষি-কার্য্য, তৃতীয়, শিল্প-যন্ত্রাদি দ্বারা দ্রব্য জাত প্রস্তুত ;—চতুর্থ, বাণিজ্য।

প্রথম বিষযে বলিতেছি যে, যদ্যপি জমীদারগণ স্বয়ং তাঁহাদের জমীদারীতে যাইয়া জমীদারীর কার্য্য নিজে

পর্য্যবেক্ষণ করেন, তাহা হইলে প্রজাদের কতই মঙ্গল হয়। এক্ষণে যে সমস্ত জমী জঙ্গল বা পতিত অবস্থায় আছে, তাহা তিনি নিজ ব্যয়ে বা প্রজার দ্বারা আবাদ করাইতে পারেন; অবশ্যই প্রজারা প্রথমত জঙ্গল জমীর কর দিয়া আবাদ করিতে অস্বীকার করিবে, জমীদার তৎক্ষেত্রে প্রজাকে জমী নিষ্কর দিয়া আবাদ করাইতে পারেন, পরে জমীর অবস্থার উন্নতি হইলে কর অবধারিত করিতে পারেন। যে সমস্ত জলা জমী আছে, তিনি নিজ ব্যয়ে সেই জমীর অবস্থার উন্নতি করিয়া দিয়া প্রজা পত্তন করিতে পারেন। যদিও এ সকল উন্নতি করিতে জমীদারের ব্যয় হইতে পারে, কিন্তু তাহা করিলে চিরকালের জন্য তাঁহার আয়েরও বৃদ্ধি হইল। এইরূপ করিলে বন, জঙ্গল, জলা ও পতিত জমী আর থাকিবে না, জমীদারীর অশেষবিধ উন্নতি হইবে এবং জমীদারী স্বাস্থ্যকর হইয়া উঠিবে। এক্ষণে স্থানে স্থানে প্রজাগণ পীড়া জনিত অশেষবিধ ক্লেশ পাইতেছে, প্রজা সকল হাহাকার করিতেছে, দেশ উৎসন্ন যাইতেছে, জমী-দারগণ এই উপায় অবলম্বন করিলে তাঁহাদের জমীদারীর উন্নতি হইল, প্রজাদের উন্নতি হইল, দেশও স্বাস্থ্যকর হইল, সুতরাং প্রজারাও অকাল মৃত্যুর গ্রাস হইতে মুক্ত হইল।

এক্ষণে জমীদারগণ যে সমস্ত কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন, তাহারা অধিকাংশই অশিক্ষিত ও অনভিজ্ঞ। পূর্ব্ব হইতে জমীদারী কার্য্য যে নিয়মে চলিয়া আসিতেছে, এখনও

তাহাই আছে; সকল বিষয়ে উন্নতি হইতেছে, কিন্তু জমীদারী কার্য্যপ্রণালীর কিছুই উন্নতি নাই। একই রূপ প্রণালী রহিয়াছে। যদিও জমীদারগণের আপাতত উত্তম সুশিক্ষিত লোক সকল নিযুক্ত করিতে হইলে ব্যয় বাহুল্য হইবেক, কিন্তু সেই সমস্ত লোক দ্বারা জমীদারের অনেক উপকার হইবে। জমীদার যদি সুশিক্ষিত সচ্চরিত্রান্বিত ব্যক্তিকে তাঁহার জমীদারী কার্য্য পর্য্যবেক্ষণের ভার দেন, তাহা হইলে জমীদারের ও প্রজার অনেক উন্নতি সাধিত হইবে। অশিক্ষিত কর্ম্মচারীর দ্বারা যে জমীদারদিগের কত ক্ষতি হইয়া থাকে, তাহা বলা যায় না। মিথ্যা বিবাদ বিসংবাদ ও তজ্জনিত অভিযোগ আদি উৎপাত সকল প্রায়ই জমীদারদিগের মূর্খ আমলার দ্বারা ঘটিয়া থাকে; তদ্দারা জমীদারের প্রতি বৎসর বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে। জমীদার ইহা স্বচক্ষে দর্শন করিয়াও কোন উপায় অবলম্বন করেন না, ইহা অত্যন্ত আক্ষেপের বিষয়! হয় ত কোন ব্যক্তি দূষিত কার্য্য করিলে তাহাকে পদচ্যুত করিয়া পুনর্ব্বার তাহারি ন্যায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিলেন, এইরূপ লোক প্রজাদিগের নানা কষ্টের কারণ স্বরূপ। আবার তাহাদের দোষে জমীদারকে পর্য্যন্তও দোষী হইতে হয়। জমীদার কর্ত্তৃক প্রজা পীড়নের বিষয় যত শুনা যায়, তাহার অধিকাংশই কর্ম্মচারীর দ্বারা ঘটিয়া থাকে, জমীদার হয় ত কিছুই জানেন না। কোন একটি দাঙ্গা হইলে জমীদারকে কতই ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়—

কতই ব্যয় করিতে হয়—কতই মনঃকষ্ট পাইতে হয়—কতই শারীরিক কষ্টভোগ করিতে হয়; কিন্তু এক্ষণে যে প্রকার রাজনিয়মাদি অর্থাৎ আইন প্রচলিত হইয়াছে, তাহাতে দাঙ্গা হইবার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না, তবে অনভিজ্ঞ ব্যক্তি দ্বারা এইরূপ ঘটিয়া থাকে। যাঁহারা জমীদারী কার্য্য বিশেষ করিয়া দেখিবেন, তাঁহারাই উল্লিখিত বিষয় জানিতে পারিবেন। অনভিজ্ঞ ব্যক্তিরাই দাঙ্গা করিয়া, মকদ্দমা করিয়া, প্রজাদিগকে নিষ্পীড়ন করিয়া প্রজা শাসিত করিতেছি বলিয়া গৌরব করিয়া থাকেন। জমীদারের অনভিজ্ঞ কর্ম্মচারীরাই যত অনর্থের মূল। জমীদারদিগের মধ্যে কাহার কাহারও এরূপ সংস্কার আছে যে, বিবাদ বিসংবাদ ব্যতীত জমীদারী কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহ হইতে পারে না, ইহা অত্যন্ত ভ্রান্তি মূলক। উক্ত রূপে প্রজা শাসনের পরিবর্ত্তে প্রজার সহিত সখ্যতা করিলে সহজেই সমস্ত কার্য্য নির্ব্বাহ হয়। প্রজা শাসিত করিতে যে ব্যয়, যে পরিশ্রম, ও তদ্দ্বারা যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, প্রজার সহিত সখ্যতা করিলে অতি সামান্য ব্যয়ে বিনা পরিশ্রমে দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

জমীদারের কর্ম্মচারীরা প্রজার সহিত সখ্যতা না করিবার অনেক কারণ আছে। প্রজারা প্রায় ন্যায্য রাজস্ব দিতে কখনই আপত্তি করে না, কিন্তু তাহার অধিক দিতে অবশ্যই আপত্তিকারী হয়, এই জন্যই কর্ম্মচারীর সহিত সখ্যতা হয় না, কারণ তাহারা প্রায়ই রাজস্বের অধিক

পাইবার আকাঙ্ক্ষী। প্রজার নিকট অর্থ লইয়া প্রজার ইচ্ছানুযায়ী কার্য্য না করিলে প্রজা অসন্তুষ্ট হয়, কাজেই কর্ম্মচারীর সহিত সখ্যতা হয় না, কারণ কর্ম্মচারীরা প্রায়ই উক্ত রূপ করিয়া থাকেন, প্রজার সহিত সখ্যতা করিলে মকদ্দমাদি ঘটে না এবং তদ্দ্বারা কর্ম্মচারীর মকদ্দমার ব্যয় সম্বন্ধে যে লাভ হইয়া থাকে, তাহাও ঘটে না, ইহাও সখ্যতা হইবার এক প্রধান প্রতিবন্ধক। এইরূপে কর্ম্মচারীরা সখ্যতা ভাব অবলম্বন না করিয়া নানাপ্রকারে প্রজাপীড়ন করেন এবং তদ্দ্বারা জমীদারের, প্রজার ও দেশের অশেষবিধ ক্ষতি হইয়া থাকে।

জমীদারের কর্ম্মচারীরা জমীদারের প্রতিনিধি স্বরূপ জমীদারীতে বাস করেন, সুতরাং যে কোন কার্য্য কর্ম্মচারীর দ্বারা হইয়া থাকে, তাহা জমীদারের কৃত কার্য্যের ন্যায় হয়, জমীদারও তাহার জন্য বাধ্য হইয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত জমীদারের কর্ম্মচারীরা যেরূপ হিসাবাদি রাখে, তাহা অত্যন্ত জটিল; প্রজারা তাহাদের হিসাব কিছুই বুঝিতে পারে না; সুতরাং কর্ম্মচারী যাহা বুঝাইয়া দেয়, তাহাই প্রজাদিগকে বুঝিতে হয়; (এমন কি, অনেক জমীদারকেও সেইরূপ বুঝিতে হয়)। তাহা না হইয়া যদ্যপি জমীদারগণ উত্তম প্রণালীতে হিসাবাদি রাখেন, তাহা হইলে জমীদার ও প্রজা উভয়েই আপনাদের দেনা পাওনা উত্তমরূপে বুঝিতে পারেন ও কার্য্য সমস্ত নির্ব্বিবাদে চলিতে পারে। ১০০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ জমাওয়াশীল বাকী, সেহা, তৌজি,

বাকীজায়, চিঠা ইত্যাদি ছিল, এখনও তাহাই আছে, এক্ষণে ইহার উন্নতি অতি সহজেই হইতে পারে ; এইরূপে জমীদারগণ যদ্যপি তাঁহাদের কার্য্যের উন্নতি চেষ্টা করেন, তাহা হইলে জমীদার ও প্রজা উভয়ের উন্নতি করা হয়। অতএব প্রথমত জমীদার স্বয়ং তাঁহার সমস্ত জমীদারী কার্য্য অতি যত্নের সহিত পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, উত্তম উত্তম সুশিক্ষিত সচ্চরিত্রান্বিত বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিবেন ও অন্তত বৎসরে একবারও আপন জমীদারীতে যাইয়া কর্ম্মচারীকৃত-কার্য্য সকল তত্ত্বাবধারণ করিবেন। তাহা হইলে তাঁহার নিজের, প্রজার ও দেশের সুখসমৃদ্ধি বৃদ্ধি হইবেক।

দ্বিতীয় বিষয়, উন্নত কৃষি-কার্য্য। এ সম্বন্ধে সমস্ত বলিতে হইলে অত্যন্ত বাহুল্য হইবে। কারণ দেশস্থ যাবতীয় শস্য কি প্রণালীতে প্রস্তুত করা বিধেয়, তাহাই বলা আবশ্যক। এ প্রস্তাবে তাহা হইতে পারে না। তবে সংক্ষেপে আমার মনোগত ভাব জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত যৎকিঞ্চিৎ বলিতেছি। অনেক প্রকার ক্ষেত্রজ বস্তু আছে, যাহা জমীদারের সাহায্য ব্যতীত প্রজার দ্বারা প্রস্তুত হইতে পারে না; সুতরাং প্রজারা তাহার চাষ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। যেমন নীল, তুত ইত্যাদি। প্রজা শুদ্ধ তুতগাছ ক্ষেত্রে রোপণ করিলে তো রেশম হইতে পারে না, তাহা প্রস্তুত করিবার জন্য কুঠির আবশ্যক, কিন্তু তাহা প্রজার সাধ্যাতীত, এমত স্থলে জমীদার স্বয়ং কুঠি প্রস্তুত করিয়া প্রজাদিগকে তুত বৃক্ষাদি রোপণ করিতে উৎসাহ দিলে রেশম দ্বারা জমীদারের উন্নতি,

প্রজার উন্নতি ও দেশের উন্নতি করা হয়। জমীদারগণ বলিতে পারেন যে, তাঁহারা স্বয়ং যদ্যপি জমীদারী কার্য্যে ব্যাপৃত থাকাতে উন্নত-কৃষি-কার্য্য না দেখিতে পারেন, এমত স্থলে তাঁহার কোন বিশ্বস্ত পরিজনকে উক্ত কার্য্যে নিযুক্ত করিলে সকলেরি মঙ্গল। ইহা ব্যতীত এক্ষণে যে প্রণালীতে চাষ হইয়া আসিতেছে, তাহা অত্যন্ত অধম; জমীদার যদ্যপি কিঞ্চিৎ মনোযোগ করেন, তাহা হইলে অনেক উন্নতি সাধন করিতে পারেন; তিনি স্বয়ং বিস্তৃত জমী লইয়া তথায় উন্নত প্রণালীতে অর্থাৎ সার আদি দিয়া ও যে ভূমিতে এক্ষণে এক প্রকার মাত্র শস্য উৎপন্ন হইতেছে, তথায় দুইবারে দুই প্রকার শস্য উৎপাদন করিতে পারেন; প্রজারাও জমীদারের দেখিয়া, কেহ কেহ বা তাঁহার ক্ষেত্রে কার্য্য করিয়া, উন্নত প্রণালী শিক্ষা করিতে পারে। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলিতেছি যে, আমি পূর্ব্বাঞ্চলে দেখিয়াছি, প্রজারা যে ভূমিতে এক বৎসর ইক্ষু গাছ রোপণ করে, তাহার পর বৎসর সেই জমী পতিত রাখে এবং ইহার বিশেষ কারণও আছে। ইক্ষু গাছ মৃত্তিকার রস অত্যন্ত শোষণ করে, সুতরাং মৃত্তিকা রস হীন হওয়া প্রযুক্ত কোন শস্যাদি ভাল হয় না, এই জন্যই চাষারা এক বৎসর সেই ভূমি পতিত রাখে, কিন্তু তাহা না হইয়া যদ্যপি উক্ত মৃত্তিকাতে কিঞ্চিৎ চূণ দেওয়া হয়, তাহা হইলে মৃত্তিকা পুনর্ব্বার রসযুক্ত হয় ও তাহাতে পুনর্ব্বার ফসল হইয়া প্রজার লাভ হয়। কিন্তু প্রজার অনভিজ্ঞতাতে তাহার

জমী পতিত রহিল, সে কিছুই পাইল না। এ সমস্ত বিষয়ে পুস্তকাদি লিখিলে আপতত বিশেষ উপকারের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু জমীদার যদ্যপি স্বয়ং চাষ আদি করিয়া উক্ত রূপ সমস্ত উপায় দেখাইয়া দেন, তাহা হইলে প্রজারও বিশেষ উপকার করা হইল, আর জমীদার ক্ষেত্রজাত যে সমস্ত শস্য পাইলেন, তাহাই তাঁহার লাভ রহিল। চাষা যদ্যপি এক বিঘা জমীর শস্য এক টাকা মূল্যে বিক্রয় করে, জমিদার উন্নত-চাষ দ্বারা অধিক শস্য প্রস্তুত করাইয়া এক টাকা স্থলে ১॥ কিম্বা ২৲ টাকা পাইতে পারেন, তাহা হইলেই জমীদারের বিশেষ লাভ হইল।

এ প্রদেশে চাষার নিমিত্ত বাষ্পীয় হল যন্ত্র ইত্যাদি কোন প্রকার বহু মূল্য যন্ত্রাদি আবশ্যক করে না। কারণ এখানকার মৃত্তিকা অতি কোমল, বিশেষত চাষাদের অত্যন্ত হীন অবস্থা, বাষ্পীয় যন্ত্রের ব্যয় তাহারা কখনই দিতে সমর্থ হইবে না। এই জন্যই উহা নিস্প্রয়োজন। তবে হল যন্ত্রের উন্নতি হইলে ভাল হয়, তণ্ডুল প্রস্তুত করিবার সময় ঢেঁকী ও কুলার প্রয়োজন হয়, তাহার উন্নতি করিলে বিশেষ উন্নতি হইবে, কারণ এক ব্যক্তি সমস্ত দিনে ঢেঁকী দ্বারা যে তণ্ডুল প্রস্তুত করে, যন্ত্র দ্বারা হইলে তদপেক্ষা অধিক পরিমাণে হইবে সন্দেহ নাই। এইরূপে যদ্যপি লাঙ্গল, মই, বিদে, কাস্তে, সিউনি, ঢেঁকী, কুলা ইত্যাদির উন্নতি হয়, তাহা হইলেই

অনেক উন্নতি হইবে সন্দেহ নাই। জমীদারগণ কর্ত্তৃক উন্নত কৃষিকার্য্যে উন্নত প্রণালীমত যন্ত্রাদি ব্যবহৃত হইলে প্রজারাও ক্রমে ব্যবহার করিতে শিক্ষা করিবে। ইহা ব্যতীত যন্ত্রাদি প্রস্তুত করিতে কথঞ্চিৎ ব্যয় হইতে পারে, জমীদার উন্নত যন্ত্রাদি নিজে প্রস্তুত করাইয়া ও তাহা ব্যবহার করিয়া পরে প্রজাদিগকে ভাড়া দিয়া লাভ করিতে পারেন।

গবর্ণমেণ্ট তূলা, রিয়া গ্রাস (Rhea grass), প্রভৃতি বপন করাইবার বিশেষ যত্ন করিতেছেন, কিন্তু বঙ্গদেশীয় জমীদারগণ যে তদ্বিষয়ে কোন চেষ্টা করিয়াছেন, এমত শুনা যায় না। গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এক্ষণে স্থানে স্থানে উন্নত কৃষিকার্য্য শিক্ষা দিবার উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, কিন্তু জমীদার কর্ত্তৃক তাহা হইলে আরো শীঘ্র ফলপ্রদ হই-বেক, কারণ যে কোন স্থানে যে কোন ফসল উৎপন্ন হয়, জমীদার সেই স্থানেই তাহার উন্নত প্রণালী দেখাইতে পারিবেন, আর তাহাতে জমীদারের ব্যয় অতি অল্প মাত্র হইবে। এইরূপে জমীদার উন্নত কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে জমীদারের, প্রজার ও দেশের উন্নতি হইবে।

তৃতীয় বিষয় শিল্প যন্ত্রাদি দ্বারা দ্রব্যজাত প্রস্তুত। এই প্রস্তাব করায় অনেকে মনে করিতে পারেন যে, লিবরপুল, ম্যাঞ্চেষ্টর (Liverpool, Manchester) প্রভৃতি নগরীতে যেরূপ আড়ম্বরের সহিত শিল্প যন্ত্রাদি দ্বারা দ্রব্য সমুদয় প্রস্তুত হইতেছে, আমি সেইরূপ আড়ম্বরের সহিত প্রথম

উদ্যমেই কার্য্য করিতে প্রস্তাব করিতেছি, কিন্তু তাহা নহে। এক্ষণে অল্প অল্প করিয়া আরম্ভ করিলে ক্রমে তাহারি অনুশীলন দ্বারা যে, ইংলণ্ড দেশবাসীদিগের ন্যায় উত্তম উত্তম বস্তু সমুদয় প্রস্তুত হইবে, ভবিষ্যতে সে আশা করিলেও করা যাইতে পারে। প্রায় ৬০০ বৎসর অতীত হইল, ইংলণ্ডে তৃতীয় হেনরির রাজত্ব কালীন শিল্পযন্ত্র দ্বারা কাপড় প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হয় এবং তাহারি অনুশীলন দ্বারা ইংরাজেরা এই বর্ত্তমান উন্নত অবস্থায় আসিয়াছেন। আমাদের এই দেশে যে তাহা ঘটিবে না, ইহার কোন কারণ দৃষ্ট হয় না। ইংরাজেরা এখান হইতে তুলা লইয়া গিয়া আবার তাহাতেই কাপড়, সূতা ইত্যাদি প্রস্তুত করিয়া এই খানেই বিক্রয়ার্থ পাঠাইতেছেন; এক্ষণে প্রায় দেশী সূতা আর দেখিতে পাওয়া যায় না। আমাদের যে চরকা যন্ত্র আছে, তাহার তো কোন উন্নতিই হইল না। আমাদের দেশে যন্ত্রাদি কিরূপে চালাইতে হয়, তাহা প্রায়ই কেহ জ্ঞাত নহেন, সুতরাং প্রথমে তাহা করিতে হইলে বিদেশস্থ লোকের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইবে এবং ক্রমে তাঁহাদের নিকট হইতে আমাদের দেশীয় লোকেরাও সমস্ত শিক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু এইরূপ যন্ত্রাদি আনাইয়া বা প্রস্তুত করাইয়া প্রস্তাবিত মত কার্য্য করিতে হইলে অধিক টাকার আবশ্যক, এই জন্য তাহা সকল লোকের দ্বারা ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। ধনাঢ্য বা জমীদারগণ যদ্যপি প্রথমত এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হন,

তাহা হইলে তাঁহাদিগের সন্তান সন্ততিগণের উপার্জ্জনের পথ পরিষ্কৃত হইবে এবং দেশের অশেষবিধ উন্নতি সাধিত হইবে।

চতুর্থ বিষয় বাণিজ্য। এই সম্বন্ধে বিশেষ করিয়া কিছু বলিবার আবশ্যক বোধ হয় না। কারণ সকলেই অবগত আছেন যে, ইহার দ্বারা কিরূপে অর্থ উপার্জ্জন হইতে পারে। সংস্কৃত ভাষায় কথিত আছে “বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি। তদর্দ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষায়াং নৈব নৈবচ॥” বাণিজ্য বিষয়ে অনেকে অনেক প্রকার লিখিয়াছেন এবং তদ্দারা যে দেশের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি হয়, তাহারও অনেক প্রমাণ আছে, এক্ষণে এদেশ বাসী অনেকে এদেশের উৎপাদিত দ্রব্যাদি এই দেশেই বিক্রয় করিয়া কথঞ্চিৎ লাভ করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা না হইয়া কেহ যদ্যপি স্বয়ং কিম্বা ৪।৫ জনে একত্র হইয়া জাহাজাদি প্রস্তুত করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশে যাইয়া এ দেশস্থ দ্রব্যজাত ভিন্ন ভিন্ন দেশের উৎপাদিত দ্রব্য সকলের সহিত বিনিময় করিয়া এ দেশে লইয়া আইসেন, তাহা হইলে দেশের কতই উন্নতি হইবে। ইহা ব্যতীত এ দেশীয় লোকেরা জাহাজাদির চালনাও শিক্ষা করিতে পারিবেন। এ দেশস্থ ধনাঢ্য বা জমীদারগণ ইহাতে প্রবৃত্ত হইলে সকলেরি মঙ্গল হইবে।

আমি উপরি উক্ত প্রকার উপায় দ্বারা দেশস্থ লোকের ও দেশের উন্নতির বিষয় যথাসাধ্য বলিলাম, কিন্তু ইহা

যে, সকল জমীদারেরি কর্ত্তব্য, এমত বলিতেছি না। যাঁহার যেরূপ সাধ্য, তাহাই তাঁহার করা উচিত। কিন্তু এক্ষণে যেরূপ সকলে নিরুদ্যম ও নিশ্চেষ্ট হইয়া আছেন, তাহাতে কোন কালে যে উন্নতি হইবে এমত ভরসা হয় না। পরিশেষে অতি বিনীত ভাবে দেশস্থ ধনাঢ্য, জমীদার ও ভদ্র লোকদিগের নিকট আমার নিবেদন যে, তাঁহারা উত্তমরূপে পক্ষপাতশূন্য হইয়া প্রস্তাবিত বিষয়ের বিচার করিয়া যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিবার অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেই আমার এই পরিশ্রম সার্থক মনে করিব।

সমাপ্ত

Printed at the New Bengal Press, 148, Manicktolah Street, Calcutta.—1873.